বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও গোপনীয়তা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯

কাউন্সিলের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও গোপনীয়তা ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক লক্ষ্য উচ্চ শিক্ষায় কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের স্বার্থে কাউন্সিলের উপর অর্পিত দায়িত্বাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন নিশ্চিত করা। স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও গোপনীয়তা ব্যবস্থাপনা এই নীতিমালায় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, যাহা অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও পক্ষপাতশূন্যতা নিশ্চিত করে এবং কাউন্সিলের শুদ্ধাচার ও বিশ্বাসযোগ্যতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও কর্মচারীবৃন্দ এবং কাউন্সিল কর্তৃক নিয়োজিত অ্যাক্রেডিটেশন কমিটির প্রধান, সদস্যবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞবৃন্দ সহ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার সহিত জড়িত সকল ব্যক্তিকে তাহাদের দায়িত্ব সম্পাদনে গোপনীয়তা বজায় রাখাসহ স্বার্থগত দ্বন্দ্ব অবশ্যই এড়াইয়া চলিতে হইবে।

১. স্বার্থগত দ্বন্দ্বের উৎস ও সংজ্ঞা

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত কোন প্রকার সংযোগ কিংবা ব্যক্তিগত লাভ বা ক্ষতির কারণ হয় এমন কোন স্বার্থ থাকিলে, যাহা যথাযথভাবে দায়িত্ব সম্পাদনকালে কোন ব্যক্তির সততা ও নিরপেক্ষতায় অন্তরায় সৃষ্টি করে উহাই হইল স্বার্থগত দ্বন্দ্ব। কাউন্সিলের বিবেচনায়, স্বার্থগত দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে মূলত ব্যক্তি স্বার্থ ও ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে, অথবা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান/কোন সদস্য (পূর্ণকালীন বা খণ্ডকালীন)/কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী/কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ টিমের সদস্যবৃন্দের অনুকূলে কোন প্রকার ব্যক্তিগত লাভ বা ক্ষতির কারণে। যে সকল পরিস্থিতিতে স্বার্থগত দ্বন্দ্বের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা নিম্নরূপ :

(ক) সাধারণভাবে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের এবং বিশেষভাবে অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার বস্তুনিষ্ঠতা অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কোন স্বার্থ।

(খ) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সত্তার অ্যাক্রেডিটেশন, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ এবং অ্যাক্রেডিটেশন পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্তের সহিত কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকিলে;

(গ) অ্যাক্রেডিটেশন, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ এবং অ্যাক্রেডিটেশন পুনর্বিবেচনার জন্য বিবেচনাধীন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সত্তায় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, পরামর্শক বা অন্য কোন পদমর্যাদায় কর্মরত আছেন এমন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় (স্বামী/স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান/ভাই-বোন/ভ্রাতুষ্পুত্র/ভাগিনেয়, শ্যালক/শ্যালিকা) যদি থাকেন;

২. সাধারণ বিবেচনা

(ক) কার্যপরিধি অনুযায়ী, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ টিমের সদস্যবৃন্দকে বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণ এবং একাডেমিক নিরীক্ষণের প্রতিবেদন/ফলাফল কেবলমাত্র কাউন্সিলের নিকট জমা

দিতে হইবে। কার্যপরিধির বাহিরে অন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সত্তা বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণ এবং একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ সংশ্লিষ্ট কোন তথ্যের আদান প্রদানকে গোপনীয়তা ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(খ) ইহা প্রত্যাশিত যে, কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সকল সদস্য (পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন) এবং কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ টিমের সদস্যবৃন্দ সকল প্রকার পক্ষপাত পরিহার করিয়া গোপনীয়তা ও শুদ্ধাচারের সর্বোচ্চ মাত্রা বজায় রাখিয়া তাঁহাদের উপর অর্পিত দায়িত্বাবলি সম্পাদন করিবেন।

(গ) কাউন্সিল ইহা বিশ্বাস করে, সংশ্লিষ্ট উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সত্তার ইহা প্রত্যাশা করার অধিকার আছে যে, কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সকল সদস্য (পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন) এবং কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ টিমের সদস্যবৃন্দ গোপনীয়তা বজায় রাখিয়া নিরপেক্ষ ও ন্যায্যভাবে তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ঘ) অ্যাক্রেডিটেশনের উদ্দেশ্যে বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণ, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির (বর্গের) কর্তব্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করা ও প্রকাশ করা।

(ঙ) অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ টিমের সদস্য হিসাবে নিয়োগকল্পে বিবেচনার্থে তালিকাভুক্ত প্রত্যেক বিশেষজ্ঞের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত তথ্যের রেকর্ড কাউন্সিল কর্তৃক সংরক্ষিত হইবে। প্রতি বছর এই রেকর্ড হালনাগাদ করার জন্য তালিকাভুক্ত প্রতি বিশেষজ্ঞকে সুযোগ প্রদান করা হইবে। অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণ, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ পরিচালনার জন্য সদস্য নিয়োগকালে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক স্বার্থগত দ্বন্দ্বের তথ্য সংবলিত এই রেকর্ড বিবেচনায় রাখা হইবে।

(চ) কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ টিমের সদস্য হিসাবে নিয়োগ চূড়ান্ত করার পূর্বে, স্বার্থগত দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হইতে পারে এ ধরনের কোন ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতা বা কোন সদস্যের অনুকূলে কোন প্রকার ব্যক্তিগত লাভ বা ক্ষতি চিহ্নিত করার একটি ব্যবস্থা কাউন্সিলে থাকিবে।

কাউন্সিলের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও গোপনীয়তা ব্যবস্থাপনার অধীনে যে সকল ব্যক্তিকে অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ টিমের সদস্য হিসাবে নিয়োগ দান করা হইবে, তাহাদের প্রত্যেককে গোপনীয়তা বজায় রাখার অঙ্গীকার ও স্বার্থগত দ্বন্দ্বের উৎস স্পষ্টীকরণসহ নির্দিষ্ট ছক পূরণ করিয়া ঘোষণাপত্র অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

(ছ) স্বার্থগত দ্বন্দ্ব পরিহারসহ নৈতিকতার মানদণ্ড ও গোপনীয়তা সংরক্ষণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের নীতি ও নির্দেশাবলি অনুসরণে অর্পিত দায়িত্বাবলি সম্পাদনের অঙ্গীকারসহ কাউন্সিলের অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ টিমের সকল সদস্যকে একটি ঘোষনাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

(জ) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সত্তার সহিত যে ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের কোন ব্যক্তি স্বার্থ, ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতা বা কোন প্রকার ব্যক্তিগত লাভ বা ক্ষতির সম্পর্ক আছে, তিনি/তাঁহারা সংশ্লিষ্ট উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/একাডেমিক প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সত্তার কাউন্সিলের সার্টিফিকেট বিষয়ক সভায় উপস্থিত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন না। অ্যাক্রেডিটেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সভায় স্বার্থগত দ্বন্দ্বের জন্য যাঁহারা নিজেদের বিরত রাখিতেছেন, তাঁহাদের নামের একটি রেকর্ড কাউন্সিলে সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা হইবে।

(ঝ) বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণ, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য ও দলিলাদির গোপনীয়তা রক্ষা করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিশ্লেষণমূলক ফলাফল তৃতীয় কোন পক্ষের নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না। শুধুমাত্র কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স-এর উদ্দেশ্যে অনুরূপ তথ্য ও দলিলাদি ব্যবহৃত হইবে এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষমতায়িত অথবা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিধান অনুযায়ী যে ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ এই ধরনের তথ্য ও দলিলাদি গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত শুধুমাত্র তাঁহার/তাঁহাদের কাছেই উহা প্রদান করা যাইবে।

(ঞ) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও গোপনীয়তা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালার কোন নীতি লংঘন বিষয়ে অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ টিমের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্তাপিত হইলে তাহা স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখিয়া যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও শুনানির মাধ্যমে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

(ট) কাউন্সিলের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও গোপনীয়তা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালার কোন নীতি লংঘনের সহিত কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে তিনি/তাঁহারা কাউন্সিলের অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ টিমের সদস্য হিসাবে নিয়োগের জন্য স্থায়ীভাবে অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

(ঠ) স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও গোপনীয়তা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালার কোন নীতি লংঘন বিষয়ে কাউন্সিলের কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইলে তাহা কাউন্সিলের চাকুরিবিধির বিধান অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হইবে।

৩. **কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন ও খন্ডকালীন সদস্যবৃন্দের জন্য স্বার্থগত দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত নীতি**

এই নীতিমালার নীতি ১ এ বর্ণিত কোন স্বার্থগত দ্বন্দ্বের সহিত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন সদস্যবৃন্দের কোন ধরনের সম্পৃক্তির ক্ষেত্রে, তিনি/তাঁহারা :

(ক) কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সত্তার, যাহার সহিত তাঁহার/তাঁহাদের প্রকৃত বা অনুমিত স্বার্থগত দ্বন্দ্ব আছে, উহার অ্যাক্রেডিটেশন, পুনর্বিবেচনা, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ সংশ্লিষ্ট যে কোন আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া হইতে নিজেকে/নিজেদেরকে বিরত রাখিবেন।

(খ) একাডেমিক প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সত্তার গ্রাজুয়েট হইলে বা উক্ত সত্তায় কর্মরত বা পরামর্শক হিসাবে নিযুক্ত থাকিলে বা নীতিমালার নীতি-১ এ বর্ণিত কোন ঘনিষ্ট আত্মীয় অধ্যয়নরত বা কর্মরত বা পরামর্শক হিসাবে নিযুক্ত থাকিলে সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সত্তার কোন একাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশন, পুনর্বিবেচনা এবং একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত সকল সভায় যোগদান হইতে বিরত থাকিবেন।

(গ) কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রাজুয়েট হইলে বা উক্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বা পরামর্শক হিসাবে নিযুক্ত থাকিলে বা নীতিমালার নীতি-১ এ বর্ণিত কোন ঘনিষ্ট আত্মীয় অধ্যয়নরত বা কর্মরত বা পরামর্শক হিসাবে নিযুক্ত থাকিলে সংশ্লিষ্ট উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক অ্যাক্রেডিটেশন, পুনর্বিবেচনা এবং একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত সকল সভায় যোগদান হইতে বিরত থাকিবেন।

৪. **কাউন্সিলের কর্মচারীদের জন্য স্বার্থগত দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত নীতি**

(ক) যে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সত্তার সহিত তিনি ইহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত আছেন, এই নীতিমালার নীতি-১ এ বর্ণিত কোন স্বার্থগত দ্বন্দ্বের সহিত কাউন্সিলের কোন কর্মচারীর কোন ধরনের সম্পৃক্ততা থাকিলে, তাহা শুরুতেই প্রকাশ করা তাঁহার আবশ্যিক দায়িত্ব।

(খ) কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সত্তা হইতে কাউন্সিলের কর্মকর্তা কোন ডিগ্রী অর্জন করিয়া থাকিলে, তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রেডিটেশন এবং তাঁহার ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ায় কোন প্রকার দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

(গ) এই নীতিমালায় নীতি-১ এ বর্ণিত কারনে স্বার্থগত দ্বন্দ্বের আশংকা থাকিলে কাউন্সিলের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন, পুনর্বিবেচনা এবং একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় কোন প্রকার দায়িত্ব প্রদান করা হইবে না।

(ঘ) যদি কাউন্সিলের কোন কর্মচারীর অ্যাক্রেডিটেশন, পুনর্বিবেচনা, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ এর জন্য বিবেচনাধীন কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে/প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সত্তায়

চাকুরির জন্য আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকে তাহা হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে/প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সত্তার অ্যাক্রেডিটেশন, পুনর্বিবেচনা, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

৫. অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ টিমের সদস্যবৃন্দের জন্য স্বার্থগত দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত নীতি

(ক) এই নীতিমালায় নীতি ১ এর বর্ণনা মোতাবেক কোন ব্যক্তির কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সত্তার সহিত প্রকৃত বা দৃশ্যমান স্বার্থগত দ্বন্দ্ব থাকিলে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/প্রোগ্রামের জন্য গঠিত অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ টিমের সদস্য হইতে পারিবেন না।

(খ) এমন কোন ব্যক্তি কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সত্তার জন্য গঠিত অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ টিমের সদস্য হইতে পারিবেন না, যিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান/প্রোগ্রাম হইতে ডিগ্রি অর্জন করিয়াছেন, বা সেখানে শিক্ষক হিসাবে, বা সিন্ডিকেট/রিজেন্ট বোর্ড/বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ বা একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য আছেন কিংবা বেতনভুক্ত পরামর্শক হিসাবে কাজ করিতেছেন।

(গ) কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/একাডেমিক প্রোগ্রামকে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুত করিতে যে ব্যক্তি 'মেন্টর' হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, তিনি ঐ নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান/একাডেমিক প্রোগ্রামের জন্য গঠিত অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটির সদস্য হইবার জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৬. স্বার্থগত দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত বিবরনী

(ক) অ্যাক্রেডিটেশন সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক কোন সভায় অংশগ্রহণের পূর্বে কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দকে (পূর্ণ ও খণ্ডকালীন) অবশ্যই একটি স্বার্থগত দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্ট বিবরণীতে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

(খ) অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, পুনর্বিবেচনা কমিটি, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ টিমের সদস্যদের প্রত্যেকে সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত হইলে প্রতিবার এ ধরনের একটি স্বার্থগত দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত বিবরণীতে স্বাক্ষর করিবেন।

(গ) স্বার্থগত দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত স্বাক্ষরিত বিবরণী কাউন্সিল সংরক্ষণ করিবে।